ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ডেপুটি গভর্নর মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশন এর ২৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতকার সভার কার্যবিবরণী।

০১। গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে মাননীয় ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামাল এর সাথে বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সাক্ষাতকার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত এসোসিয়েশনের কয়েকজন শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আমন্ত্রিত ব্যাংকগুলির প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বিআরপিডি এবং এসএফডি'র মহাব্যবস্থাপকদ্বয় এবং বিআরপিডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতির তালিকা সংযোজনী-ক তে দেখানো হ'ল।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানান এবং উপস্থিত এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং ব্যাংক প্রতিনিধিদের সাথে পরিচিত হন। এরপর সভাপতি বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এপর্যায়ে এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা জনাব শরিফ এম. আফজাল হোসেন বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গত ০৫ মে, ২০১৯ তারিখের লাইসেন্স নং-১৪/২০১৯ মোতাবেক আলোচ্য এসোসিয়েশনটি গঠিত হয়েছে। এসোসিয়াশনটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তির সার্ভে ও ভ্যালুয়েশন এর কাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। বাংলাদেশে সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কাজে নিয়োজিত প্রায় দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৭টি প্রতিষ্ঠান তাদের এসোসিয়েশনে নিবন্ধিত হয়েছে এবং আরও প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনার কার্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি সার্ভে প্রতিষ্ঠানগুলির ভ্যালুয়েশন প্রসিডিউর এবং এ কাজের কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদধারী কিছু Insurance Surveyor ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বন্ধকি স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার এবং বীমা আইনের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। বীমা আইন, ২০১০ অনুসারে তাদের লাইসেন্স শুধুমাত্র বীমাকৃত অগ্নি, মটর, নৌ-কার্গো, নৌ-হাল, এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনারী ইরেকশন এন্ড ব্রেক-ডাউন এর পরিমাপের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা। Insurance Surveyor এর শর্ত অনুযায়ী উল্লিখিত কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজ করলে জরিমানার বিধান রয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর প্রেরিত ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখের পত্রের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে ভ্যালুয়েশন এর কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, দুর্নীতি দমন কমিশন এর চেয়ারম্যান বরাবর বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক ২৬ মে, ২০১৯ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা সার্ভেয়ার এর কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ব্যাংকিং সেক্টরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মর্মে জনাব হোসেন তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন।

০৩। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর প্রেরিত ১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলে বিআরপিডি'র উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন যে, বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছে যে, বীমা আইন, ২০১০ এর ১২৭(১) ধারা অনুসারে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সধারী বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা সম্পর্কিত কোন ক্ষয়ক্ষতি জরিপ, নিরূপণ কিংবা সমন্বয় করতে পারবে না। এ প্রেক্ষিতে, ব্যাংকের বীমাকৃত সম্পদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সনদপ্রাপ্ত বীমা জরীপকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন Entity/প্রতিষ্ঠান জরিপ/ভ্যালুয়েশন করে কি-না এবং করে থাকলে তারা কোন প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের সনদপ্রাপ্ত তা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পত্রের বিষয়ে তফসিলি ব্যাংকগুলির মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে এবং মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে জনাব চক্রবর্তী সভাপতিকে অবহিত করেন।

০৪। সভাপতি এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশনের কোন প্রস্তাবনা থাকলে তা জানানোর জন্য বলেন। এ প্রসংগে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জনাব ইঞ্জি. মোঃ হারুন-অর-রশিদ (সুমন) এসোসিয়েশনের নিম্নরূপ লিখিত প্রস্তাবনা সভায় তুলে ধরেনঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তাঁদের এসোসিয়েশনকে ভ্যালুয়েশন সংশ্লিষ্ট কাজের অনুমোদিত সংগঠন হিসেবে অনুমোদন প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারী করা।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার দ্বারা সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁদের মেম্বার হওয়ার জন্য বাধ্য করা।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহায়তায় তাদের এসোসিয়েশনের সদস্যদেরকে মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট করতে সহায়তা করা।

(ঘ) সনদের শর্ত ভঙ্গ করে ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক খাতে স্থায়ী সম্পত্তির মূল্যায়ন না করা এবং

(ঙ) বিনিয়োগ খাতে "ভ্যালুয়েশন" একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ খাতকে নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকে সুন্দর ও নির্ভেজাল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ কামনা করা।

০৫। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলির বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে জনতা ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব মোঃ দৌলত হোসাইন বলেন যে, ব্যাংক নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ভ্যালুয়েশন করে থাকে বিধায় সহজেই দায়বদ্ধতা নিরূপণ করা যায়। Outsourcing এর মাধ্যমে নিবন্ধনহীন কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ভ্যালুয়েশন করা হলে এবং এতে ভুল ভ্যালুয়েশনের দ্বারা যদি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ভ্যালুয়েশন সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠানের উপর দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে, এসোসিয়েশন এর দায়-দায়িত্ব কী হবে এবং ভুল ভ্যালুয়েশন সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ক্ষতি পরিপূরণে এসোসিয়েশনের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মেঘনা ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব কনক কুমার পুরকায়স্থ বলেন যে, ভ্যালুয়েশন কোম্পানির দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আইএফআইসি ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব মুনির হোসেন ভূঁইয়া সার্ভে প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তাদের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করার প্রস্তাব করেন। তিনি এ বিষয়ে গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন মর্মে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। গাইডলাইন প্রণয়ন প্রসংগে বিআরপিডি'র উপমহাব্যবস্থাপক জনাব আ. ন. ম. মঈনুল কবির বলেন যে, ভ্যালুয়েশন বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়নে বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪

চলমান পাতা-২

০৬। ভ্যালুয়েশন সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে এসোসিয়েশন এর উপদেষ্টা জনাব শরিফ এম. আফজাল হোসেন বলেন যে, শুধুমাত্র ভ্যালুয়েশন কোম্পানির প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/কোম্পানীকে ঋণ প্রদান করে না। উক্ত ঋণ বিতরণের জন্য ভ্যালুয়েশন কোম্পানির প্রতিবেদনের পাশাপাশি ব্যাংক নিজস্ব পলিসি, আইনজ্ঞদের মতামত এবং ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বিবেচনা করে থাকে। এসোসিয়েশনের মেম্বার দ্বারা ভুল ভ্যালুয়েশন করা হলে তাদের রেটিং এবং সুনাম ক্ষুন্ন হবে; প্রয়োজনে তাদের মেম্বারশীপ বাতিল করে এ কার্য সম্পাদন থেকে বিরত রাখার বিধান করা যেতে পারে। এর ফলে, এসোসিয়েশন এর নিবন্ধনকৃত কোন প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ভুল ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট/প্রতিবেদন দাখিল করা থেকে বিরত থাকবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৭। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন এসোসিয়েশনকে কোন কাজের জন্য অনুমোদিত সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা বা অনুমোদন প্রদান করার কোন সুযোগ নেই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে কোন সংগঠনের মেম্বার হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে পারে না। তবে, দেশে BGMEA, BKMEA -সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সংগঠন রয়েছে যারা স্ব-স্ব সেক্টরে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে এককভাবে লাইসেন্স নিয়ে সার্ভে/ভ্যালুয়েশন ক্ষেত্রে Apex Body হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সে পর্যায়ে, এসোসিয়েশনের প্রাধিকার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন নির্দেশনা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা সার্কুলার মারফত সকল ব্যাংককে অবহিত করতে পারে।

০৮। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর প্রেরিত পত্রের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, সকল ব্যাংক হতে এ বিষয়ে মতামত প্রাপ্তির পর ব্যাংকের মতামত, বিদ্যমান আইন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দাবী পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তিনি সঠিক ভ্যালুয়েশন এর গুরুত্ব অনেক উল্লেখ করে প্রাতিষ্ঠানিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজটি সম্পন্ন করা গেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিরাজমান অনেক সমস্যা দূরীভূত হবে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ বিষয়ে কোন পলিসি সাপোর্ট প্রয়োজন হলে তা দেয়া হবে মর্মে তিনি এসোসিয়েশনকে আশ্বস্ত করেন।

০৯। সার্বিক আলোচনা শেষে সভাপতি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/পরামর্শ প্রদান করেন:

(ক) বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশন স্বীয় ক্ষেত্রে Apex Body হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে এবং আরও বেশি Institutionalized হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(খ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর পত্রের প্রেক্ষিতে সকল ব্যাংক বরাবর প্রেরিত পত্রের জবাব প্রাপ্তির পর ব্যাংকের মতামত, বিদ্যমান আইন, বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড ভ্যালুয়েশন কোম্পানিজ, ফার্মস এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল কন্সার্নস এসোসিয়েশন এর দাবী এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দাবী পর্যালোচনা করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(গ) ভ্যালুয়েশন প্রসংগে ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য একটি দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়নের কাজটি বিআরপিডি দ্রুত সম্পন্ন করবে।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আহমেদ জামাল)
সভাপতি ও ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক।

Scanned with CamScanner